আমাদের ঋত্বিক

শোভা সেন

ঋত্বিক কলেজ থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য।বিজনদার সঙ্গে ওর একটা আত্মীয়তা ছিল। বিজনবাবুর স্ত্রী মহাশ্বেতা ওর বড়দা মণীশ ঘটকের মেয়ে। ঋত্বিক প্রথমে শম্ভুমিত্রের সঙ্গে ছিল ত ারপর ও গণনাট্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিজনবাবুর মাধ্যমেই। আমি গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ১৯৪৪ সালে থেকে। ঋত্বিকের বয়স তখন খুবই কম, বিরাট লম্বা শীর্ণ দেহ। কিন্তু গণনাট্য সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওর কাজ করার অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ।

১৯৪৪-এ গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন' মঞ্চস্থ করবে বলে ঠিক করেছে। নাটকের প্রস্তুতিও শু হয়ে গেছে। ব্যবস্থাপনার ভার ছিল সুধী প্রধান ও তখনকার সেক্রেটারি চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর, সুধীবাবু আমায় একদিন বিজন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে য ান। হ্যারিসন রোডের এক বাড়ির তিন তলায়। একটা বিরাট হলে চাটাই বিছানো মেঝেতেএক ভদ্রলোক বসে আছেন। সুন্দর চেহারা, মুখে হাসি। জানলাম ইনি বিজন ভট্টাচার্য। বিজনবাবু সংলাপ পড়তে দিলেন।....

অভিনয় শিখতাম বিজনদার কাছে। যশুরে টানে সংলাপ বলতে শেখাতেন। শম্ভু বাবু শেখাতেন প্রয়োগ পদ্ধতি ও মঞ্চ কৌশল। সে কী চরম পরিশ্রম করতেন দুজনে। বিজনদার কঠোর তত্ত্বাবধানে আমাদের রিহার্সাল হত রাত নটা - দশটা পর্যন্ত। শুনেছিলাম বিজনবাবু অসুস্থ। টি. বি. হয়েছিল একসময়, ফলে একটা ফুসফুস বাদ দিতে হয়েছিল। বিশ্বাস করিনি একটা ফুসফুস নিয়ে অত চিৎকার কেউ করতে পারে? প্রথম দৃশ্যে ধানের গোলায় আগুন লাগতে দেখে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দ ার -এর আর্ত চিৎকার ও রোদন আজও এত বছর পর কানে বাজে। সাংঘাতিক পরিশ্রম করতেন উনি। বিজনদা, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী এরা তখন পার্টির সর্বক্ষণের (all time) কর্মী। তৃপ্তি করেছিল আমার ছোটোজা বিনো দিনীর চরিত্র। আর বিজনবাবু আমারশ্বশুর, সুধী প্রধান আমার স্বামী।

নবান্ন নাটকের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করলাম নাটকের মধ্যে দিয়ে কিভাবে দেশের কাজ করা যায়। জনসাধারনের সঙ্গে কতখানি গভীর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। সমস্ত দেশের মানুষের কথা আমরা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। এই বোধই সেদিন আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল। আমরা সকলেই আদি ও অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই তখন কাজ করেছি। নবান্ন শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, ছাড়াও বর্ধমানে কৃষক সম্মেলনে, মেদিনীপুরে, যশোহর প্রভৃতি জ ায়গায় অভিনীত হয়েছিল। প্রচুর প্রশংসা ও আনন্দ পেয়েছিলাম অভিনয় করে। 'নবান্ন'র সাফল্য যেন আমাদের আদর্শের এক চ্যালেঞ্জ।

শ্রীরঙ্গমে পিপ্‌লস রিলিফ কমিটির উদ্যোগে 'নবান্ন'র প্রথম অভিনয়। নবান্ন জয় করল দর্শক হৃদয়। নামীদামী লোকেরা অ াসতে লাগল দলে দলে। সারা কলকাতা নবান্নের জয়গানে মুখর। দর্শকদের ভিড় সামলানো দায়। আমরা এতটা আশা করিনি।

গোয়াবাগানের বাড়িতে একদিন খেতে বসেছি হঠাৎ আমাদের নবান্ন নাটকের সহশিল্পী নিমাই ঘোষ এসে উপস্থিত 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। নিমাইবাবু তখন বিশিষ্ট আলোক চিত্রশিল্পী, আদর্শবাদী, রাজনীতি সচেতন ছোট্ট মানুষ। নতুন ধরনের চলচ্চিত্র করার মানসে তিনি বেছে নিয়েছেন দেশভাগ ও বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের

সন্ধানে দিশেহারা যন্ত্রণার ইতিহাস। গণনাট্যের অনেকেই এতে অভিনয় করেছিল। নায়িকা 'বাতাসী'র চরিত্রে অভিনয় করতে খুবই ভালো লেগেছিল কারণ প্রায় একই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছি এর আগে নবান্ন -তে রাধিকা ভূমিকায়। তবুও আমি খানিকটা ভয় পেলাম, সিনেমার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারব কিনা এই ভেবে।

তবে নিমাই ঘোষ ছিল বলে রাজী হয়ে গেলাম। ঋত্বিকের এক দাদা সুধীশ ঘটক মস্ত বড়ো টেকনিশিয়ান ছিলেন। ঋত্বিকের স্বপ্ন ছিল ছবি করবে, ছবি তুলবে। একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতাম, অনেক পরিকল্পনা করতাম। ও বলত, চলচ্চিত্র করতে গেলে কী কী গুণ দরকার আমি যদি ছবি করি তাতে ওগুলো প্রকাশ করব। ঋত্বিক চলচ্চিত্রের অ্যাসিস্টান্ট হিসাবে, বিমল রায়ের 'তথাপি'তে কাজ শু করল, পরবর্তী কালে বম্বেতে গিয়ে চিত্রনাট্যকারের কাজও করেছিল। বিমল রায় ওকে খুব ভালবাসতো। 'নবান্ন'র পর কিছুদিন খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছি। একটা নিশ্চল অবস্থায় মধ্যে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান মজুমদার আমাদের সকলকে জড়ো করলেন 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলায়। নতুন দল হল--- নাট্যচত্র। পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য পুরোনো অনেকে এবং নতুন কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ শু হল। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলদর্পণ' -এর কেটে ছেঁটে একটা রূপ দিলেন। দিগিনবাবুর খুব উৎসাহ, উদ্দীপনা। প্রথমে কমলকুমার বসুর (কলকাতার মেয়র) বাড়িতেই মহলা চলছিল। তারপর যাই শ্যামবাজারের একটা বাড়িতে। বিজনদা তোরাপ, ঋত্বিক ও সজল দুই কৃষক। ক্ষেত্রমণি গীতা সেন। সাবিত্রী আমি। সৈরিন্ধী সীতা মুখোপাধ্যায়, আদুরি আরতি মৈত্র। খুব জোর মহরা দিয়ে নাটকে নামল। সাবিত্রী স্বামীহারা, পুত্রহারা নারী ছুটে বেড়ায় ছেলের সন্ধানে। পাগলিনী সাবিত্রী দেখে ছেলের মুখের আদল সব ছেলের মুখে। মৃত ছেলেকে ছড়া পড়িয়ে ঘুম পাড়ায় আর উঠে খোঁজে--- সেই মুখ সব মানুষের মুখে। বিজনবাবুর নাটকে এটাই ছিল সমাপ্তি। অভিনয় হল রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট ও কালিকা থিয়েটারে। খুব ভালো প্রযোজনা হয়েছিল, সুনামও যথেষ্ট হয়েছিল।

এরর বিজনদা করলেন কলঙ্ক । এ নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রভা দেবীর অভিনয়। আমাদের 'নীলদর্পণ' দেখে উনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন; বুঝেছিলেন এদের জাত আলাদা। আমাকে উনি ওর ইঁচেছ জানিয়েছিলেন বিজনবাবুর কোনো নাটকে অভিনয় করতে চান। সেই সুযোগেই হল 'কলঙ্ক' প্রযোজনায়, প্রভাদেবীর চরিত্র চিল একবেদের দলের কর্ত্রী। বিজনদা নিজে বেদের দলের কর্তা। মহরায় নিয়মিত একটি রিকশ করে আসতেন, শেষ পর্যন্ত মহরা দিয়ে তবেই বাড়ি ফিরতেন। ছোটো নাটিকা হলেও কলঙ্ক-এ অভিনয় করে আমি বড়ো আনন্দ পেয়েছিলাম। মির্জাপুর স্ট্রীটে মহরা হত। EBR ম্যানসনে প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

এরপর লেডি্ ম্যাকবেথ--এমন ত্রূর, খল নায়িকা আর সৃষ্টি হয়নি এর আগে। রাজ হত্যায় উদ্দীপ্ত করে স্বামীকে। উচচাকাঙক্ষার বলি এই দম্পতির পরিণতি ভয়ংকর । শিউরে উঠি। কিন্তু চরিত্রটিকে ভালোবেসে ফেলেছি। এসব চরিত্র সৃষ্টিতেই তো আনন্দ।। কঠিনও বটে। শেক্সপীয়রে হলো হাতে-খড়ি। তবে অনুবাদ আড়ষ্ট থাকায় অসুবিধা হয়েছিল। সীতা মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক, সমীরণ, শান্তনু উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিল। পরে করেছি L.T.G -তে সেটা ছিল পূর্ণাঙ্গ ম্যাকবেথের প্রযোজনা। পরিচালনা উৎপল দত্তর।

উৎপল দত্তর পরিচালনায় 'অফিসার'। রিহার্সাল হত আমার বাড়িতে। এবার সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ, গোগোলের বইতে ছিল সে মেয়রের স্ত্রী, কী ন্যাকা - ন্যাকা চরিত্র। ওপর তলার আমলাদের চেহারা আর কি ! জীবনটাই তো কৃত্রিম। তবে হাসাতে পেরেছি দর্শককে। ম্যাজিস্ট্রেট হত উৎপল দত্ত আর অফিসার ঋত্বিক।

বাস্তুহারাদের নিয়ে লেখা ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকেই গণনাট্য সংঘে আমার শেষ অভিনয়। এ যে খুব উঁচু দরের নাটক বা উঁচু দরের প্রযোজনা হয়েছিল তা বলা চলে না। তবে প্রযোজনা দেখেলে বোঝা যেত আন্তরিকতা আছে এই গোষ্ঠীর। বম্বেতে গণনাট্য সংঘের সম্মেলনে এই নাটকটি অভিনীত হয়ে প্রশংসা পায়। নাটকটি নিয়ে ঋত্বিক খুব খেটেছিল, বয়স অল্প তখন।...

গণনাট্য সংঘের ছত্রতলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। ১৯৫১ সালে প্রথম অভিনয় হয় মুসলিম ইনস্টিটউটে। এর অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লাগে। কলকাতার বড়ো বড়ো অভিনেতা,অভিনেত্রীদের অভিনয় গুনেই হোক, নাটকটি খুবই প্রশংসা অর্জন করেছিল। অভিনয়ে উৎপল দত্ত স্বয়ং রাজার ভূমিকায়, কালী ব্যানার্জী - জয়সিংহ ঋত্বিক ঘটক-রঘুপতি, মমতাজ আহমদ - নক্ষত্র রায়, গুণবতী - আমি ও অপর্ণা -গীতা সেন। সুতরাং অভিনয়ের

দাপট ও উৎকর্ষ তো থাকবেই।

কিন্তু এই নাটক যখন মেদিনীপুরের খাড়ুই গ্রামে কৃষক সম্মেলনে অভিনয় করতে যাই, তখন যে কণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা সতিই এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। বিকেল বেলা ক্যাম্পে পৌঁছে গেছি। নাটক সন্ধেবেলা শু হওয়ার কথা। কিন্তু কমরেডরা অনুরোধ করলেন, একটু দেরি করতে। কারণ গ্রামে - গঞ্জে যাত্রা নাটক শু হওয়ার রেওয়াজ রাত্রি আটটা নাগ াদ। আর চার- পাঁচ ঘন্টা বা সারারাত ধরে চলে সেই অভিনয়। অথচ আমাদের নাটক তো মাত্র দেড় ঘন্টার। প্রমাদ গুনল াম। যাক্ যথাসময়ে শু হলো এবং শেষ হল। কিন্তু দর্শক তো ওঠে না। নাটকের শেষে ঘোষণা করা হল নাটক শেষ। তবু দর্শক অনড়।

হঠাৎপিছন থেকে চিৎকার--- 'কৈ লাচ কৈ, গান কৈ'। ওঁরা ভেবেছে এইবার আসর জমানোর অংশ শু হবে নাচগান দিয়ে। আমরা তো মেক - আপ মে ফিরে গেছি। খুব চিৎকার চেঁচামেচি দর্শকদের মধ্যে। অগত্যা উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন আজকের মতো এখানে শেষ। কাল নাচ গান হবে। কিন্তু দর্শকেরা ও স্থানীয় উৎসাহী মানুষেরা অত সহজে কি ছ াড়ে? তারা বলল, আমরা সারারাত দিন ওদের পাহারা দেব, যাতে পালিয়ে না যায়।

আমাদের সে কী অবস্থা! ভোরবেলা ফিরে আসার কথা। কারো চোখেই ঘুম নেই। বসে আছি 'গুড়িসুড়ি মেরে বেঞ্চে, হঠ াৎ ঋত্বিক ও আরও কয়েকজন এসে বলল, আমাদের কমরেডরা অন্যদিক দিয়ে মেয়েদের নিয়ে চলে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে শীগ্গির তৈরি হও। আমরা বললাম, তাহলে উপায় কী এদিকের? ---বলল পানু পাল, উৎপল দত্ত এরা থেকে যেমন করে হোক ম্যানেজ করবে। ট্রেনে উঠে তবে স্বস্তি পেলাম।

ঋত্বিকের হঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল গভীর প্রীতির। আমরা একসঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি নাটক নিয়ে ছবি নিয়ে, সে ঋত্বিক অন্য ঋত্বিক। পরে তার যশ ও খ্যাতি হয়তো অনেক হয়েছিল কিন্তু সেই সুন্দর, স্বপ্ন - দেখা ঋত্বিক আর রইল না। 'নাগরিক' ছবির সময় আমরা একসঙ্গে কত সংগ্রামই না করেছি। সে আর এক প্রসঙ্গ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com